তারিখ ৭/৯/৯১
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

49 দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কে মুক্ত আলোচনা

সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির সমালোচনা

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংগ্রাম কমিটি আয়োজিত শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস শীর্ষক এক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, সন্ত্রাস দমনের দায়িত্ব সরকারের এবং সরকার যদি আন্তরিকভাবে চায় তবেই কেবল শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব।

বক্তারা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়ার জন্য রাজ- নৈতিক দলগুলির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি খোলা থাকবে কিনা, ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করবে কিনা সে বিষয়ে আজ

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির সমালোচনা

(প্রথম পৃঃ পর)

রাজনৈতিক দলগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গতকাল বিকাল চারটায় ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত এই মুক্ত আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক সেলিম রেজা নিউটন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি শামসুর রাহমান, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আহমেদ ছফা, আবৃত্তিকার জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, গজনফর কবীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হাসিবুর রহমান মুকুর এবং বর্তমান ছাত্রদের মধ্য থেকে গোলাম রব্বানী দোলন, শাওয়াল খান, গোপাল সাহা, আইয়ুব আলী প্রমুখ।

আলোচনায় কবি শামসুর রাহমান শিক্ষা সংগ্রাম কমিটির বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, সন্ত্রাস বন্ধের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে হবে এটা আমি মনে করি না। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকে অভিযুক্ত করে বলেন, আধিপত্য বিস্তারের জন্য এরা সন্ত্রাসীদের মদদ যোগায়। কেবলমাত্র সরকার আন্তরিক হলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জনাব আহমদ ছফা বলেন, মান- বতা বিরোধী শক্তি এখন বিশ্ববিদ্যা- লয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাস বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সে- লর এবং শিক্ষকদের নিস্ক্রিয় ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, ভাইস চ্যান্সেলর যদি সাধারণ ছাত্রদের কাতারে এসে সন্ত্রাস বন্ধে সক্রিয় উদ্যোগ নিতেন, শিক্ষকরা যদি রাজপথে নামতেন তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আজ এমন নাজুক হত না।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বন্ধ ঘোষিত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে খুলে দেয়ার দাবী জানিয়ে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে সন্ত্রাস বন্ধ করা হবে এ ধরনের বালখিল্য কথায় আমরা আর ভুলতে রাজী নই। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন লোক মারা যাচ্ছে, তাই বলে তো রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হাসিবুর রহমান মুকুর কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, সন্ত্রাসের উৎস হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিং–এর লাখ লাখ টাকার ঠিকাদারী। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করলে পুলিশ অফিসারকে পুরস্কৃত করা হয় না, শাস্তি হিসাবে মফস্বলে বদলি করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শাওয়াল খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল বন্ধ করে দেয়ার সময় কর্তৃপক্ষ একবারও ভাবেন না এতে ছাত্রীদের কি অসুবিধা হয়।

গোলাম রব্বানী দোলন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যা- লয় কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত কোন সন্ত্রা- সীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এমন কোন নজির আমরা দেখিনি।

অনুষ্ঠানের সভাপতি সেলিম রেজা নিউটন দেড় মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, ভাইস চ্যান্সেলর এখনও সন্ত্রাস বন্ধের কোন গ্যারান্টি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলছেন না। তাহলে দেড় মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হল কেন? সভাটি পরিচালনা করেন শিক্ষা সংগ্রাম কমিটির সদস্য জেনাবুল ইসলাম বাবু।

এলামনাই এসোসিয়েশনের আলোচনা সভা

ঢাকা বিশ্ববির্দ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনও গতকাল শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বিকালে ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর এম ইন্নাস আলী। বক্তৃতা করেন প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সিরডাপ–এর সাবেক পরিচালক জনাব আজিজুল হক, জনাব আবদুল বাতেন খান, এ এফ এম শফিউল্লাহ প্রমুখ।

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, স্বৈরাচারের পতনের পর সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম সেই স্বপ্ন আজ ভেঙ্গে গেছে। সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতার জন্য তিনি সরকার ও বিরোধী দলগুলিকে দায়ী করেন। প্রফেসর ইন্নাস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের জন্য বিশ্ব- বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বাইরের হস্তক্ষেপকে দায়ী করেন।

স্পীকার

(প্রথম পৃঃ পর)

তিনি আজ পটুয়াখালী জেলা সম্মেলন কক্ষে সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন। খবর তথ্য বিবরণীর।

তিনি বলেন, গণভোটের মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত হবে। জনাব বিশ্বাস দৃঢ়তার সাথে বলেন, আমাদের জাতীয় জীবনে গণভোটের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই গণভোটকে সফল করে যেকোন মূল্যে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে হবে।

তিনি দেশের আর্থ, সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য উপদেশ দেন।

এর আগে স্পীকার স্থানীয় আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে আইনজীবীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন।